পাঠ পরিকল্পনা-১৫ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-৪ : মাক্কী-মাদানী সূরা

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ১. কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত?
১০ মিনিট	কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ টি, মতান্তরে ৬৬৬৬টি। হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে ৬৬৬৬, হযরত ওসমান (রা)-এর মতে ৬২৫০, হযরত আলী (রা)-এর মতে ৬২৩৬, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত আয়েশা (রা)-এর গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের নোসখাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুণলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। **নোটঃ** এখানে ব্যাপক মতভেদের কারণ হলো রাসূল (সা.) কোনো কোনো সময় কিছু কিছু আয়াত শেষে থামতেন আবার কখনও না থেমে মিলিয়ে পড়তেন। তাই কেউ কেউ সে সকল আয়াতকে পৃথক ধরেছেন, আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসেব করেছেন, যার ফলে এ রকম মতভেদের সৃষ্টি হয়। **পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আয়াত সংখ্যা** ১. ওয়াদার আয়াত- ১০০০ ২. ভীতি প্রদর্শক আয়াত- ১০০০ ৩. নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত- ১০০০ ৪. আদেশসূচক আয়াত- ১০০০ ৫. উদাহরণ সম্বলিত আয়াত- ১০০০ ৬. ইতিহাস বা ঘটনাবলি সম্বলিত আয়াত- ১০০০ ৭. হালাল বিধান সম্বলিত আয়াত- ২৫০ ৮. হারাম বিধান সম্বলিত আয়াত- ২৫০ ৯. তাসবীহ বিষয়ক আয়াত- ১০০ ১০. বিবিধ প্রসঙ্গের আয়াত- ৬৬ ৬৬৬৬
১৫ মিনিট	**মাক্কী ও মাদানি সূরার পরিচয়** হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ২৩ বছরের নবী-জীবন মাক্কী ও মাদানি-এ দু'পর্বে বিভক্ত। নাযিলের দিক থেকে পবিত্র কুরআনও দু'পর্বে বিভক্ত। আল্লামা যারকানী, তাঁর মানাহিলুল ইরফান গ্রন্থে বলেন, হিজরতের পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তা মাক্কী, যদিও তা মক্কার বাহিরে নাযিল হয়। হিজরতের পর যা নাযিল হয়েছে তা মাদানী, যদিও তা মদীনার বাহিরে অবতীর্ণ হয়। কাজেই হিজরতের পর মক্কা অথবা 'আরাফায় যা নাযিল হয়েছে তাও মাদানী। মাক্কী সূরা ৮৬ টি এবং মাদানী সূরা ২৮টি। ◈ **মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য** - ১. আখিরাত বা পরকালীন জীবনবোধ সম্পর্কিত আলোচনা। ২. আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদের বর্ণনা। ৩. শিরক ও কুফরের যুক্তি এবং উপমা ভিত্তিক বিরোধিতা। ৪. জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা। ৫. পারলৌকিক বিচার ও হিসাব-নিকাশের বর্ণনা। ৬. কুরআনের সত্যতা প্রমাণ। ৭. রিসালাত ও নবুয়তের বর্ণনা। ৮. নৈতিকতাবোধ, চিন্তাশক্তি ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

	৯. ব্যক্তি গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা। ১০. আকাইদ ও ঈমান সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা। ১১. নবুয়তী দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ প্রদান। ১২. এ পর্বের সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ ও ঝর্ণাধারার মতো ঝরঝরে, হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য অতি উন্নত সাহিত্য। ১৩. শপথ বাক্য দ্বারা সূরার প্রারম্ভ এবং বক্তব্যের উপস্থাপনা। ১৪. সূরাগুলো আকারে ছোট। ১৫. যে সূরায় নবীগণের ঘটনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাহিনী উল্লেখ আছে তা মাক্কী। তবে সূরা বাকারা এর ব্যতিক্রম। **◈ মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য-** ১. মাদানী সূরায় আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দান করা হয়েছে। আসমানী কিতাবে তারা যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে তার বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। তাদের নিকট সত্যের জ্ঞানের উদ্ভাসিত হওয়ার পর তারা সত্যের যে বিরোধিতা করেছে মাদানী সূরায় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। ২. 'ইবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন, শরিয়তের দণ্ডবিধি, পারিবারিক নীতিমালা, উত্তরাধিকারী আইন, জিহাদের ফযীলত, সামাজিক সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শান্তিকালীন অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক বিধি-বিধান, প্রশাসনিক নীতিমালা, আর্থ-সামাজিক নিয়ম-কানুন, শরিয়তের আহকাম ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য। ৩. মাদানী আয়াত দীর্ঘ। তাতে শরিয়তের আহকাম ও বিধানের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ৪. মাদানী সূরায় মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ও লুকায়িত তথ্যাদি ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। ৫. মুনাফিক, কাফির, জিম্মি, আহলে কিতাব, শত্রু, মিত্র, তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণ বিধির বিবরণ। ৬. ঐতিহাসিক বিবরণ এনে সত্যবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। ৭. শপথের প্রাবল্য কম। ৮. যে সূরায় শরিয়তের দণ্ডবিধি এবং ফরয নির্দেশের উল্লেখ আছে তা মাদানী সূরা। ৯. যে সূরায় জিহাদের অনুমতি এবং জিহাদের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তা মাদানী। ১০. যে সূরায় মুনাফিকদের উল্লেখ আছে তা মাদানী।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** মওলানা মাঈনদ্দীন সাহেব জুমার নামাজের পূর্বের আলোচনা পবিত্র কুরআন এমন একটি সূরার তাফসির করলেন যাতে কিয়ামত, জান্নাত -জাহান্নাম প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। পরবর্তী জুমার দিন তিনি এমন এমন একটি সূরার তাফসির করলেন যেখানে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক নীতিমালা এবং উত্তরাধিকার আইন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ক. পবিত্র কুরআনে সর্বমোট কয়টি সূরা রয়েছে? খ. পবিত্র কুরআনের হরকত সংযোজন করা হয় কেন? গ. মাঈনদ্দীন সাহেবের প্রথম জুমার দিন কোন ধরণের সূরার তাফসির করেছেন? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখা কর। ঘ. মাঈনদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় জুমার দিন আলোচনা যে ধরনের সূরার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা বিশ্লেষণ কর।